দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...18 NOV 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭ ...

'শিক্ষা ব্যবস্থা কোন পথে' ভোরের কাগজের গোলটেবিল বৈঠক

'শিক্ষা ব্যবস্থা কোন্ পথে' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেন, দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থার ফলে দেশের সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার যে ধস নামিয়াছে তা রোধ করার জরুরী উদ্যোগ না নেওয়া হইলে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্ন-

(৮ম পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষা ব্যবস্থা কোন পথে

(৩য় পৃঃ পর)

য়ন কখনো সম্ভব হইবে না। আর এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, নীতি-নির্ধারক, শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক-সহ সংশ্লিষ্ট সকলের বিদ্যমান মানসিকতার পরিবর্তন এবং কমিটমেন্ট। দৈনিক 'ভোরের কাগজ'-এ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। বিশ্বব্যাংক এই বৈঠক আয়োজনে সহায়তা করে।

গত শনিবার হোটেল শেরাটনে আয়োজিত দিনব্যাপী এ গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনায় অংশ নেন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, খান সারওয়ার মুরশিদ, শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক শামসুল হক, শিক্ষা সচিব কাজী রকিব উদ্দিন আহমেদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের সচিব ডঃ সাদাত হোসেন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ ইকবাল মাহমুদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, বিএনপি দলীয় সাংসদ ডঃ মঈন খান, সরকার দলীয় সাংসদ নকল ইসলাম নাহিদ, এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হেদায়েত আহমদ, ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ডঃ ফরাসউদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জামান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ জাফর ইকবাল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী, বিশ্বব্যাংকের মিলিয়া আলী ও ডঃ সুব্রত শংকর ধর, গণসাহায্য সংস্থার শামসে আরা হোসেন, ব্র্যাকের কানিজ ফাতেমা, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খুরশীদ আলম, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাওলানা ইউনুস শিকদার, অগ্রণী কলেজের অধ্যক্ষ কাজী আনোয়ারা মনসুর এবং প্রাবন্ধিক ডঃ মোহাম্মদ হান্নান। বৈঠকটি পরিচালনা করেন ভোরের কাগজ-এর সম্পাদক মতিউর রহমান।

মন্ত্রী বলেন, শিক্ষাখাতে আমরা এখন বছরে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করি। আমরা শিক্ষানীতি ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিতে চাই। এ জন্য উহা সংসদে উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়াছি।

স্বাগত বক্তব্যে ভোরের কাগজ সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সরকারের আন্তরিকতা এবং মন্ত্রণালয়-সহ বিভিন্ন বিভাগ, অধিদপ্তর ও দপ্তরের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়। বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের বেশির ভাগ যেভাবে অপচয় হইতেছে তাহা যদি রোধ করা যায় তাহা হইলে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আরও ভালোভাবে চলিবে।

অধ্যাপক শামসুল হক বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় গত ৫০ বছরেও খুব একটা উন্নতি হয় নাই। অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ বলেন, শিক্ষার সবদিক বাজারতত্ত্ব দিয়ে বিবেচনা করিলে দেশের জন্য ক্ষতিকর হইবে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, শিক্ষার এমন দুরাবস্থা হচ্ছে যে আজকে প্রকৃত বাংলা ভাষার শিক্ষা দেওয়ারও সুব্যবস্থা নাই। ডঃ ইকবাল মাহমুদ বলেন, শিক্ষার মান অনেক পিছাইয়া গিয়াছে। কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা সঠিক পথে পরিচালিত করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য সমাজের সকল স্তরের সহযোগিতা দরকার।

ডঃ মঈন খান বলেন, শিক্ষার বিষয়টি যতোটুকু গুরুত্ব পাওয়া উচিত ততোটুকু গুরুত্ব পায় নাই, না সংসদে না সমাজে।

আলোচনার সমাপ্তি টানিয়া বক্তাদের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ বর্ণনা করেন অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। তিনি বলেন, সংসদে শিক্ষানীতি উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এডুকেশন এ্যাক্ট পাসেরও উদ্যোগ নেওয়া উচিত। তিনি প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিশুদের ধর্ম শিক্ষা প্রদানের বিরোধিতা করিয়া বলেন, ইহাতে শিশুদের শুরু হইতেই সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন করিয়া তোলা হইতেছে। তাহার বদলে ধর্মের নৈতিক দিক নিয়া কারিকুলাম তৈরীর উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি